সংশয় সিরিজ-৯ঃ মৃত্যু ব্যতীত সকল রোগের প্রতিষেধক!

ফাতিমাকে নিয়ে গিয়েছিলাম রেস্টুরেন্টে। অনেকদিন বাইরে খাওয়া হয় না। তাই ভাবলাম একটু পেটকে সান্ত্বনা দিয়ে আসি। আমি কোথাও খেতে গেলে বোনটাকে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করি। আমার একমাত্র ছোটবোন রুকাইয়া। ওকে রেখে খেতে ইচ্ছা করেনা। ক্লাসে আর টিচারের কাছে যাওয়া ব্যতীত বাড়ির বাইরে ও তেমন কোথাও যায় না। তাই আমি আমার সাথে মাঝে মাঝে ওকে এদিক সেদিক নিয়ে যাই। আজও তার ব্যতিক্রম হলো না। রুকাইয়াকে আর ফাতিমাকে রেডি হতে বলে আমি গাড়ি বের করতে নিচে নেমে গেলাম। গাড়ি বের করে ওদের জন্য ওয়েট করতে লাগলাম।

কিছুক্ষণ পরে ওরা নেমে এলো। আমি ওদের গাড়িতে উঠিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, “কোথায় খেতে চাও তোমরা?”

রুকাইয়া উত্তর দিল, “ভাইয়া, লেক টেরাসে চলো। ওখানের কম্বো আমার খুব পছন্দের!”

আমি ফাতিমাকে জিজ্ঞাসা করলাম, “তোমার মত কি?”

“ওখানেই চলো। রুকাইয়ার প্রিয় কম্বো আমিও খেয়ে দেখি কেমন লাগে?”-ফাতিমা উত্তর দিলো।

সন্ধ্যায় রাস্তায় প্রচুর জ্যাম থাকে। গাড়ি চালানোই তখন কষ্টকর হয়ে যায়। তবুও অনেক কষ্টে গিয়ে পৌঁছলাম। আর যাই হোক, উত্তরায় রেস্টুরেন্টগুলোর মধ্যে লেক ট্রাসের পরিবেশ তুলনামূলক সুন্দর। গাড়ি রেখে ভিতরে গিয়ে একটি টেবিলে ৩ জন বসলাম। অর্ডার সব রুকাইয়া আর ফাতিমা দিলো। আমি শুধু ফালুদা এড করলাম। অর্ডার দিয়ে সামনে তাকাতেই দেখি একটি ছেলে আমার দিকে চোখ বড় করে তাকিয়ে আছে। আমি প্রথম দেখাতেই চিনে ফেললাম। ওর নাম সানিন। বিদেশে পড়তে যাবার আগে ওর সাথেই দিনের বেশিরভাগ সময় থাকতাম। আমার হৃদয়ে সংশয়ের যে বীজ আমি বুনেছিলাম, সেটার কিছুটা ওর জন্যেই। ঈমান আনার পরে, ওর সাথে আমার চলাফেরা কম হয়। প্রায় ৫ মাস আগে একটি প্রোগ্রামে দেখা হয়েছিল। তারপরে আর যোগাযোগ হয়নি। কিন্তু দেখা হলেই সানিন আমাকে বিভিন্নভাবে খোঁটা মারে। তাই ফাতিমার সামনে ওর সাথে কথা বলতেও ইচ্ছা হলো না। এজন্য আমি চোখ নামিয়ে রুকাইয়া আর ফাতিমার সাথে বিভিন্ন বিষয়ে কথা বলতে লাগলাম।

আমি ভেবেছিলাম দাড়ি রেখে এখন তো আমার চেহারায় কিছুটা পরিবর্তন এসেছে। হয়ত সানিন আমাকে নাও চিনতে পারে। কিন্তু কিছুক্ষণ পরে সানি আমাদের টেবিলের পাশে এসে আমাকে জিজ্ঞাসা করল, “কিরে আদনান, দেখেও না দেখার ভান করলি?”

আমি তো পরলাম বিপদে! উত্তর দিলাম, “তুই কি মাইন্ড রিডার নাকি?”

সানিন বলল, “না, তাই মনে হলো।”

আমি বললাম, "তোর মনে হলে আমার কি করার? যাই হোক, বস!"

সানিন বলল, "হ্যাঁ, বসতেই তো এসেছি।"

সানিন আমার পাশে এসে বসল। আমি বললাম, "তোদের পার্টি আছে মনে হয়। তাই না?"

"হ্যাঁ। আসিফের জন্মদিন। তাই ও আমাদের ট্রিট দিচ্ছে। আর আমরা আমাদের পক্ষ থেকে কেক কাটবো। এই আরকি!"-উত্তর দিলো সানিন।

আমি ফাতিমা আর আর রুকাইয়ার সাথে ওকে পরিচয় করিয়ে দিলাম। ওরা চুপ করে শুনল কিন্তু কোন কথা বলল না। সানিন জিজ্ঞাসা করল, "কেমন আছ তোমরা?"

রুকাইয়া উত্তর দিলো, "আলহামদুলিল্লাহ্। ভাল আছি ভাইয়া।"

সানিন বলল, "হ্যাঁ, ভাল থাকলেই ভাল। পৃথিবীর সকল মানুষ ভাল থাকুক। সেটাই আমাদের প্রত্যাশা।"

তারপরে সানিন আমার দিকে তাকিয়ে বলল, "আদনান, তোর নানা বাড়ি তো আমাদের বাসায় প্রায় পাশেই। আম্মুর কাছে শুনলাম তোর নানাকে নাকি ক্যান্সারের ট্রিটমেন্টের জন্যে লন্ডন নিয়ে গিয়েছে? কয়েকদিন আগে তো শুনলাম হার্টে রিং বসিয়েছিল। তো এখন কি অবস্থা তার?

আমি বললাম, "হ্যাঁ, মামারা নিয়ে গিয়েছেন। আছে ভালই, আলহামদুলিল্লাহ্। ট্রিটমেন্ট হিসেবে কেমোথেরাপি দিচ্ছে। দেখা যাক, কি হয়!"

"সানিন ভাই, "কেক তো এনেছ কিন্তু কেক কাটার জন্য ছুরি তো নিয়ে আস নাই। এখন কেক কাটবে কি দিয়ে?"-সামনের টেবিল থেকে একটি ছেলে এসে সানিনকে বলল।

সানিন পিছনের দিকে ফিরে উত্তর দিল, "আরে এটার জন্যও আমার কাছে আসা লাগে? যা, নিচে গিয়ে নিলুর দোকান থেকে আমার কথা বলে নিয়ে আয়।"

ছেলেটি বলল, "ভাই, নিলুর দোকানে এমনি ছুরি আছে। কিন্তু কেকের জন্য স্পেশাল ছুরি নেই।"

সানিন বলল, "তুই আগে যাবি তো! তাই না? নিলুর দোকানে সবকিছু পাওয়া যায়।"

সানিনের কথা শুনে ছেলেটি চলে গেল। তারপরে সানিন আবার আমার দিকে ফিরে বসল। তারপর জিজ্ঞাসা করল, "আদনান, কি যেন বলছিলাম?"

আমি উত্তর দিলাম, "আমার নানার অসুস্থতার কথা জিজ্ঞাসা করেছিলি!"

সানিন ব্যঙ্গ করে বলল, "ও হ্যাঁ। তো এতগুলো টাকা খরচ করে লন্ডন নিয়ে গেলি কেন? ঘরে বসিয়ে কালোজিরা খাওয়ালেই তো হত। তাহলেই তো সব রোগ ভাল হয়ে যেত!"

সানিনের কথা শুনে আমার এত রাগ হলো যে, মুখে উষ্ণতা অনুভব করছিলাম। আমি ওর এখানে আসাতেই ধারণা করেছিলাম যে, আজও নিশ্চয়ই কোন বিষয়ে খোটা দিবে। আমি বললাম, “বুঝলাম না। কি বলতে চাচ্ছিস তুই?”

সানিন বলল, “আরে রাগছিস কেন? তোরাই তো তোদের নবীর সুন্নত মানিস। মোহাম্মাদ তো বলেছেই যে, কালোজিরা মৃত্যু ব্যতীত সকল রোগের ঔষধ। তোর নানার যেহেতু ক্যান্সার এবং সাথে হার্টের রোগ আছে, সেহেতু কালোজিরা খেলেই তো আর কোন চিকিৎসার দরকার হয়না।”

আমি বললাম, “ইসলাম তো চিকিৎসা করাতে নিষেধ করে না। বরং আরও উদ্বুদ্ধ করে। আধুনিক চিকিৎসা করাতেও নিষেধ নেই।[১] তাহলে ক্যান্সারের চিকিৎসা করাতে কি সমস্যা?”

সানিন বলল, “আহা! আমি তো চিকিৎসা করাতে নিষেধ করিনি। আমি কালোজিরা দিয়ে চিকিৎসা করাতে বলেছি। ডাক্তারের কাছে গেলে ডাক্তার ঔষধই দিবে। কালোজিরা যেহেতু সকল রোগের ঔষধ। তাই কালোজিরাতেও ক্যান্সার ঠিক হবার কথা। তাই না? হা হা। আমি এখন এখানে মোহাম্মদের ভুল গুলো বলছি। মনোযোগ দিয়ে শোন। কিছু বিপরীতধর্মী রোগ আছে। যেমন- উচ্চ-রক্তচাপ এবং নিম্ন-রক্তচাপ। এরা একে অপরের বিপরীত অবস্থা। উচ্চ-রক্তচাপে এমন ঔষধ দেওয়া হয় যা ব্লাড প্রেশার কমায়। এদের বলা হয় এন্টি-হাইপারটেনসিভ ড্রাগ। পক্ষান্তরে নিম্ন-রক্তচাপে এমন ঔষধ দেওয়া হয় যা ব্লাড প্রেশার বাড়ায়। এদের বলা হয় এন্টি-হাইপোটেনসিভ ড্রাগ। উচ্চ-রক্তচাপ আছে, এমন ব্যক্তিকে যদি এন্টি-হাইপোটেনসিভ ড্রাগ দেওয়া হয়, তাহলে তার প্রেশার আরও বৃদ্ধি পেয়ে হাইপারটেনসিভ ক্রাইসিসে ভুগবে। একইভাবে, নিম্ব-রক্তচাপ আছে, এমন ব্যক্তিকে যদি এন্টি-হাইপারটেনসিভ ড্রাগ দেওয়া হয়, তবে তার প্রেশার ক্রমশ নেমে Shock-এ চলে যেতে পারে। এভাবে ডায়রিয়া-কোষ্ঠকাঠিন্য, হাইপোথাইরয়ডিজম-হাইপারথাইরয়ডিজম ইত্যাদি সহ পরস্পর বিপরীতধর্মী সকল অসুখের ক্ষেত্রে একই কথা প্রযোজ্য। সুতরাং, একই ঔষধ কখনো পরস্পর বিপরীতধর্মী উভয় অসুখে ব্যবহার করা যাবে না। এই সূত্র অনুযায়ী, কালোজিরাসহ যে কোন কিছুই একই সাথে পরস্পর বিপরীতধর্মী দুটো অসুখে ব্যবহার করা যাবে না। সুতরাং ‘মৃত্যু ব্যতীত সকল রোগের ঔষধ কালোজিরা - নবী মোহাম্মদের এমন দাবি সম্পূর্ণই মিথ্যে বা ভুয়া”

ফাতিমা আমাকে বলল, “আদনান, আমি কি এই ব্যাপারে কিছু বলতে পারি?”

আমি বললাম, “অবশ্যই পারো। আমি আর কি বলব? তুমিই বলো।”

ফাতিমা সানিনকে জিজ্ঞাসা করল, “আচ্ছা ভাইয়া, আপনি একটু আগে একটা ছেলেকে কেকের জন্য ছুরি কেনার জন্য নিচে একটি দোকানে পাঠাতে গিয়ে বলেছেন-‘ঐ দোকানে সব কিছু পাওয়া যায়।’ তাই না?

“হ্যাঁ, বলেছি।”-সানিন উত্তর দিল।

ফাতিমা বলল, “আমি যদি এই দোকানে স্ট্রবেরি কিনতে যাই। তাহলে কি পাব?”

“না। কারণ, এটা মুদি দোকান। এখানে প্রায় অনেক কিছুই পাওয়া যায়। কিন্তু তো স্ট্রবেরি রেয়ার ফল। তাই পাবে না। কিন্তু আপেল, কমলা, আঙুর সহ আরও কিছু ফল পেতে পার। কেন? কিনবে নাকি? কিনলে বলো। আমি কম দামে এনে দিতে পারব।”-সানিনের উত্তর।

ফাতিমা হেঁসে দিয়ে বলল, “না, কিনব না। ধন্যবাদ। কিন্তু তাহলে ভাইয়া আপনি একটু আগে কেন বললেন যে, ঐ দোকানে সব কিছু পাওয়া যায়।”

“প্রায় অনেক কিছুই পাওয়া যায় নিলুর দোকানে। এজন্যই ওর দোকানে জিনিসপত্র থাকার আধিক্য বুঝাতে বলেছি যে, ওর দোকানে সব পাওয়া যায়। কিন্তু এই কথাকে এভাবে ধরে বসার কারণ কি?”-সানিন উত্তর দিলো।

ফাতিমা বলল, “ধরার কারণ আছে। আচ্ছা আপনি কি কখনো হকারের কাছ থেকে লাল লাল ট্যাবলেট কিনেছেন? যেটা ওরা সব রোগের ঔষধ বলে বিক্রি করে!”

সানিন বলল, “হ্যাঁ, ডাক্তারের কাছে যাওয়ার থেকে ওদের থেকে ঔষধ নিলেই ভাল। ভিজিটও লাগে না। আর ঐ ট্যাবলেট খেলেই সর্দি, কাশি, মাথাব্যথা সব জাদুর মতো ঠিক হয়ে যায়।”

আমি সানিনের কথায় হেঁসে দিলাম। এমন মানুষ এখনো ঢাকা শহরে বাস করে যে, হকার থেকে ঔষধ নিয়ে খায়- এটা মানতে কষ্ট হচ্ছিল। ফাতিমাও হেঁসে দিয়ে বলল,

“হ্যাঁ, একদিক থেকে ভালই হয়। ডাক্তারের ভিজিট লাগে না। কিন্তু অন্যদিকে আপনার দেহের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা নষ্ট হয়ে যায়। আমাদের শরীরে যখন কোন জীবাণু প্রবেশ করে তখন আমাদের দেহের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সেটাকে ধ্বংস করার চেষ্টা করে। তখন সর্দি, কাশি বা জ্বর আসতে পারে। আপনি যে লাল ট্যাবলেট গুলো মেডিসিন হিসেবে ব্যবহার করেন, সেগুলোতে স্টেরয়েড নামক একটি পদার্থ থাকে। এটি আমাদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার বিভিন্ন ঘটনাগুলো বন্ধ করে দেয়। এজন্য আপনার সর্দি, কাশি হয় না। আর এটি ব্যথা সৃষ্টিকারী একটি কেমিক্যাল বা প্রোস্টাগ্লান্ডিনের উৎপাদন বন্ধ করে দেয়। এজন্য আপনি ব্যথাও অনুভব করেন না। জীবাণুর প্রতি আমাদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার এমন প্রতিক্রিয়ার কারণে অনেক রোগ হয়। তখন স্টেরয়েড দিয়ে এই প্রতিক্রিয়া বন্ধ করে দিলে অনেক সমস্যা থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। এজন্য ডাক্তাররা অনেক রোগের লাস্ট লাইন ট্রিটমেন্ট হিসেবে স্টেরয়েড ব্যবহার করেন। প্রথমে ব্যবহার করেন না। কারণ স্টেরয়েড বহুদিন ব্যবহারে আমাদের দেহের প্রচুর ক্ষতি হয়। যেহেতু এটি প্রচুর রোগের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়, তাই একেও সকল রোগের ঔষধ বলে চালানো হয়।[২] কিন্তু তাই বলে পৃথিবীতে যত রোগ আছে, স্টেরয়েড যে সব ঠিক করে দিবে এমন নয়। স্টেরয়েডের কার্যক্ষমতার আধিক্যের কারণেই এমন বলা হয়। বুঝেছেন?”

সানিন বলল, “ওসব বুঝে আমি কি করব?”

ফাতিমা বলল, “এগুলো না বুঝলে পরে যা বলব সেটাও বুঝবেন না। মনোযোগ দিয়ে শুনুন। আপনাকে আমি ‘সব” শব্দটি ব্যবহারের ক্ষেত্র সম্পর্কে ধারণা দিচ্ছি। আমি স্কুলে পড়ার সময় ক্লাসের একটি মেয়ে ম্যাথ ভাল পারত। আরেকটি মেয়ে আমার কাছে যখন আসত ম্যাথ বুঝতে,

তখন আমি ওই মেয়ের কাছে পাঠিয়ে দিতাম এই বলে যে, ‘ওর কাছে যা, ও সব পারে।’ এর মানে এটা না যে ওই মেয়েটা সব ক্লাসের সব ম্যাথ পারে। আমরা ‘সব’ শব্দটি দিয়ে সবসময় আমরা ‘সকল’ বুঝাই না। অনেকসময় ‘অধিকাংশ’ বা ‘আধিক্য’ বুঝাতেও ব্যবহার করি। বুঝেছেন?”

“হ্যাঁ,। এখানে তো আমার কোন সমস্যা নেই।”-সানিন বলল।

ফাতিমা বলল, “আমি তো বলিনি এখানে আপনার সমস্যা আছে। আপনার যেখানে সমস্যা আছে সেটা আমি এখন বলছি। আপনি একটু আগে আদনানকে ওর নানার চিকিৎসা করতে কালোজিরা সাজেস্ট করেছেন। কারণ রাসূলুল্লাহ বলেছেন, কালোজিরা সকল রোগের ঔষধ, মৃত্যু ব্যতীত।[৩] এখানে সকল শব্দটি আরবি যে শব্দের অনুবাদ, সেটি হলো- কুল্লুন(كُلٌّ)। প্রখ্যাত এরাবিক ডিকশনারি লিসান আল আরবে আছে যে, ‘কুল্লুন(كُلٌّ)’ শব্দটির অর্থ ‘সকল’ বা কোন কোন ক্ষেত্রে ‘কিছু’ অর্থাৎ ‘مَعَنَى الْبَعْضْ’।[৪] আবার আল-ফিকহ ওয়াল মুতাফাক্কিহ নামক একটি গ্রন্থে বলা হয়েছে, এখানে ‘কুল্লুন’ শব্দটি ‘আধিক্য’ বোঝাতে ব্যবহার করা হয়েছে। সহিহ বুখারীর এই হাদিসের টীকায় বলা আছে, যদিও এই হাদিসে ‘مِنْ كُلِّ دَاءٍ’ বা ‘সকল রোগের ঔষধ’ কথাটি ‘ব্যাপক’ কিন্তু এর দ্বারা উদ্দেশ্য ‘খাস’ বা ‘নির্দিষ্ট’।[৫] তাহলে বোঝা যাচ্ছে যে, এই হাদিসে ‘সকল রোগের ঔষধ’ বলতে একদম পৃথিবীতে যত রোগ আছে, সকল রোগের ঔষধের কথা বলা হয়নি বরং নির্দিষ্ট প্রকারের বিভিন্ন রোগের কথা বলা হয়েছে। এটাই অধিকাংশ আলিমদের মত।[৫.১] আর কুর’আন এবং হাদিসের আমি বা আপনি নিজের মতো করে পড়ে অর্থ বুঝলে হবেনা। আমাদের পূর্ববর্তী ‘আলিমগণ বা সালাফরা যেভাবে বুঝেছেন সেভাবেই বুঝতে হবে। কিন্তু এই কালোজিরা যেহেতু অনেক ধরনের রোগের ঔষধ বা নিরাময়,[৬] সেহেতু জোর দিয়ে বুঝাতে ‘মৃত্যু ব্যতীত’ কথাটি ব্যবহার করা হয়েছে। কারণ আপনি জানেন যে, মৃত্যু কোন রোগ নয়।”

আমি ফাতিমার কথায় সায় দিয়ে বললাম, “সানিন, আমাদের বাপ্পি নামের এক ফ্রেন্ড ছিল। মনে আছে তোর? ও এত পরিমাণ খেত যে আমরা বলতাম, ‘বাপ্পি পলিথিন বাদে সব খায়।’ কিন্তু আসলে কিন্তু ও লোহা বা খাবারের মধ্যেই অনেক কিছুই খেত না। কিন্তু তবুও আমরা বলতাম। সুতরাং, আমরা ‘সব’ শব্দটি অনেকসময় আধিক্য বুঝাতে ব্যবহার করি। এই হাদিসেও ‘কুল্লুন’ শব্দটির অর্থ একদম ডেফিনেটলি ‘সকল’ বুঝায় নাই। বুঝলি?”

সানিন বলল, “আচ্ছা সেটা মানলাম। কিন্তু কালোজিরা এমন কি জিনিস যে বিপুল পরিমাণ রোগ ভাল হবে? সর্দি-কাশি ছাড়া আর কিছু ভাল হয় বলে তো মনে হয় না।”

ফাতিমা বলল, “আপনি প্রথমেই এই প্রশ্ন করতে পারতেন। তাহলে শুধু শুধু একজন অসুস্থ ব্যক্তিকে নিয়ে কটু কথা বলা লাগত না। আর আমার এতগুলো কথা খরচ করাও লাগত না। আপনি একটু আগে ক্যান্সারের ট্রিটমেন্ট কালোজিরা দিয়ে দিতে বলেছেন। তাই প্রথমে ক্যান্সারের ট্রিটমেন্টে কালোজিরার উপকারিতা আলোচনা করি। ক্যান্সার বলতে সাধারণত একটি কোষের অনিয়ন্ত্রিত বিভাজন এবং এবং অন্যত্র ছড়িয়ে পড়া বা মেটাস্ট্যাসিসকে বুঝায়। যদি কোন উপাদান যদি কোষের অনিয়ন্ত্রিত বিভাজন এবং মেটাস্ট্যাসিস বন্ধ করে দিতে পারে, তাহলে সেটাই ক্যান্সারের জন্য উপকারী ঔষধ। গবেষণায় দেখা গিয়েছে যে, কালোজিরাতে থাইমোকুইনোন নামক একটি উপাদান রয়েছে যেটি একটি ক্যান্সার কোষের অনিয়ন্ত্রিত বিভাজন এবং মেটাস্ট্যাসিস বন্ধ করে।

সাথে সাথে এটি এপোপটোসিস প্রক্রিয়ার ক্যান্সার কোষটিকে নষ্ট করতেও সাহায্য করে।[৭] বিজ্ঞানীরা ধারণা করছেন যে, এই থাইমোকুইনোন এবং এর অনুরূপ কেমিক্যাল ভবিষ্যতে অন্যান্য কেমোথেরাপিক ড্রাগের সাথে তারা ব্যবহার করতে পারবেন।[৮] রাসূলুল্লাহ কি তাহলে কালোজিরা খেতে বলে ভুল করেছেন?”

সানিনের চেহারাটা আর আগে মত উজ্জ্বল নেই। কেমন যেন ফ্যাঁকাসে ফ্যাঁকাসে লাগছে। সানিন কিছু বলার আগে ফাতিমা বলল, “গবেষণায় আরও দেখা গিয়েছে যে, কালোজিরার থাইমোকুইনোন উপাদানটি ব্লাড প্রেশার কমায়। আবার বিভিন্ন হার্টের রোগেও থাইমোকুইনোনের কার্যকারিতা রয়েছে।[৯] আপনি কি জানেন যে, পৃথিবীতে প্রায় ৩৪৭ মিলিয়ন মানুষের ডায়াবেটিকস আছে এবং এই সংখ্যা ধীরে ধীরে বাড়ছে। আমাদের দেহে ‘অগ্নাশয়’ নামক একটি অঙ্গ আছে। অগ্নাশয়ে ‘বিটা কোষ’ নামক কিছু কোষ আছে। এই কোষ থেকে ‘ইনসুলিন’ নামক হরমোন নিঃসৃত হয়। এই হরমোন রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা কমাতে সাহায্য করে। ডায়াবেটিকস দুই ধরনের। টাইপ ১ এবং টাইপ ২। টাইপ ১ ডায়াবেটিকস হয় বিটা কোষ নষ্ট হয়ে গেলে। এক্ষেত্রে বিটা কোষ ইনসুলিন নিঃসরণ করতে পারে না। তখন রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা বেড়ে যায়। আবার টাইপ ২ ডায়াবেটিকস হলে বিটা কোষ থেকে ইনসুলিন নিঃসরণ ঠিক থাকে কিন্তু কোষে ইনসুলিন ঠিকমতো ঢুকতে পারেনা। এজন্য রক্তে গ্লুকোজের মাত্রাও কমে না। ধারণা করা হয়, অনেক কারণের মধ্যে এটিও একটি কারণ যে, অক্সিডেটিভ স্ট্রেসের কারণে অগ্নাশয়ের বিটা কোষ থেকে ইনসুলিন নিঃসরণ কমে যেতে পারে বা বিটা কোষ নষ্ট হয়ে যেতে পারে। তখন টাইপ ১ ডায়াবেটিকস হয়। এক গবেষণায় দেখা গিয়েছে, কালোজিরায় উপস্থিত থাইমোকুইনোন এন্টি অক্সিডেন্টের কার্যক্ষমতা বাড়িয়ে কোষের অক্সিডেটিভ স্ট্রেস কমায়। এতে টাইপ ১ ডায়াবেটিসের আশংকা কমে যায়।[১০] আবার টাইপ ২ ডায়াবেটিকস এর ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে যে, সাধারণ ঔষধ থেকে কালোজিরার কর্মক্ষমতা বেশি।[১১] তাহলে ভাইয়া রাসূলুল্লাহ কি কালোজিরা খেতে বলে ভুল করেছিলেন?”

আমি সানিনের দিকে তাকিয়ে বললাম, “এখন চুপ করে আছিস কেন? কিছু তো বল? এতক্ষণ তো ভালই টিটকিরি মারলি!”

সানিন বলল, “তুই তো কিছু বলছিস না। তুই এত খুশি কেন?”

কথাটা সানিন খারাপ বলে নি। তবে ফাতিমার তথ্যগুলো খুব সুন্দর গোছাল এবং সহজ লাগে। তাই শুনে আমারও ভাল লাগে। তাই একটা এক্সাইটমেন্ট কাজ করে। তাই আমি সানিনকে বললাম, “না পারলে তো এমন কথাই বলবি!”

সানিন আমার কথাতে কান না দিয়ে ফাতিমার দিকে ফিরে জিজ্ঞাসা করলো, এখানে তো মাত্র তুমি ৩ টা রোগের কথা বললে। পৃথিবীতে রোগ তো হাজার হাজার।”

ফাতিমা বলল, “আমার বলা শেষ হয়নি। পৃথিবীতে বর্তমানে ভাইরাস, ছত্রাক, ইস্ট বা ব্যাকটেরিয়া দিয়ে ঘটে, এমন রোগের সংখ্যা অসংখ্য। গবেষণায় দেখা গিয়েছে যে, কালোজিরায় উপস্থিত উপাদান গ্রাম পজিটিভ ব্যাকটেরিয়া, ছত্রাক, ইস্ট ও ভাইরাসের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলে। অনিয়ন্ত্রিত এন্টিবায়োটিক সেবনের ফলে খুব দ্রুত এন্টিবায়োটিক তার কার্যকারিতা হারাচ্ছে। তাই বিজ্ঞানীরা ধারণা করছেন যে, কালোজিরার থাইমোকুইনোন পরবর্তীতে এন্টিবায়োটিক হিসেবে তারা

ব্যবহার করতে পারবেন।[১২] আবার কিডনির বিভিন্ন সমস্যায় থাইমোকুইনোনের উপকারিতা পাওয়া গিয়েছে।[১৩] এছাড়াও প্রদাহজনিত প্রচুর সমস্যায় থাইমোকুইনোন উপকারী, যেটা কালোজিরায় থাকে।[১৪] অধিক পরিমাণ প্যারাসিট্যামল একবারে খেলে এর নেফ্রো-টক্সিসিটি হয়। কালোজিরায় উপস্থিত উপাদান থাইমোকুইনোনের নেফ্রো-টক্সিসিটির উপরে থেরাপিউটিক ইফেক্ট আছে।[১৫] এবার ধরেন, আপনার স্ত্রী আপনার সাথে রাগ করে অনেকগুলো প্যারাসিট্যামল খেয়েছে। এবং আপনি জানেন যে, কালোজিরা খেলে উপকার হবে। তাহলে আপনি তাকে হাসপাতালে আনবেন নাকি কালোজিরা খাওয়াবেন?”

সানিন উত্তর দিলো, “কালোজিরা খাওয়াব!”

আমি আর রুকাইয়া সানিনের বাচ্চা সুলভ উত্তরে হেঁসে দিলাম। ফাতিমাও হেঁসে দিলে বলল, “ভাইয়া, কালোজিরা খাওয়ালে খাওয়াবেন। কিন্তু আগে হাঁসপাতালে নিয়ে যাবেন। কারণ এগুলো আমি আপনাকে কালোজিরার উপর করা কিছু গবেষণা থেকে প্রাপ্ত ফলাফলের কথা বলছি। এখনো এগুলো দিয়ে ট্রিটমেন্ট প্লান তৈরি হয়নি। এগুলোর উপকার আছে। কিন্তু কোথাও কতটুকু ব্যবহার করতে হবে সেটা এখনো গবেষণা বিষয়। হয়ত আমরা ভবিষ্যতে দেখতে পাবো।”

“ও!”- বলে ভুরু উঁচিয়ে মাথা নাড়াল সানিন।

এরপরে সানিন প্রশ্ন করল, “আচ্ছা, কালোজিরা খেলে কি হাঁপানি রোগ ভাল হয়?”

সানিন এবার একটি ইয়র্কার বল ছাড়ল। আমি ভাবলাম ফাতিমা এবার হেরে যাবে। কারণ শুনেছি হাঁপানি রোগ ভাল হয় না। তাই ঠোঁটের ব্যসার্ধ্য কমিয়ে চোখ বড় করে ফাতিমার দিকে তাকালাম।

ফাতিমা বলল, “ভাইয়া আপনি সুন্দর প্রশ্ন করেছেন। হাঁপানি রোগকে মেডিকেল সাইন্সের ভাষায় ‘এজমা’ বলে। এটি এমন একটি রোগ যা ডায়াবেটিকস বা প্রেশারের মতোই নিরাময় সম্ভব নয়। এই রোগ গুলো কন্ট্রোল করতে হয়। সে কন্ডিশনে এজমাটিক অ্যাটাক হয়, সেই কন্ডিশন এভোয়েড করলেই এজমা কন্ট্রোলে থাকে। আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানও এজমার নিরাময় বের করতে পারেনি। আসলে এটা নরমালি সম্ভবও নয়। কারণ এটি ইমিউন মেডিয়েটেড হাইপারসেন্সিটিভিটির কারণে হয়। যাই হোক, এজমার রোগীদের শ্বাসনালীর পেশী সঙ্কুচিত হইয়ে যায়। এজন্য শ্বাসপ্রশ্বাসে কষ্ট হয়। আমরা মেডিসিনের মাধ্যমে শ্বাসনালীর পেশীর সঙ্কোচন কমিয়ে দেই। এটাই আপাতত এই রোগের ট্রিটমেন্ট। এক গবেষণায় দেখা গেছে কালোজিরার নির্যাস শ্বাসনালীর পেশীর সঙ্কোচন কমায়।[১৬] আরেক গবেষণায় দেখা গিয়েছে, এজমায় ব্যবহৃত স্টেরয়েড থেকে কালোজিরায় উপস্থিত থাইমোকুইনোন বেশি উপযোগী। কারণ, এর এন্টি-ইনফ্লামেটরি ইফেক্ট আছে।[১৭] এছাড়াও মস্তিস্কের রক্তাল্পতা, ব্যথা, খিঁচুনি, ইনফ্লামেটরি বাওয়েল ডিজিজ ইত্যাদিতে কালোজিরা উপকারী।[১৮] ভাইয়া, আর কিছু জানার আছে?”

“উম...”-চিন্তা করতে লাগল সানিন।

সানিনের উত্তরের আগেই ফাতিমা বলে বসল, “আচ্ছা আপনি ভাবতে থাকুন। আমি আপনাকে এবার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজটি বলব। কালোজিরা আমাদের দেহের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা উন্নত করতে সহায়তা করে। এক গবেষণায় দেখা গিয়েছে, একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ কালোজিরা সেবনে প্রতিরক্ষার জন্য নির্ধারিত কোষ গুলোর পরিমাণ বাড়ে।[১৯] সুতরাং, কালোজিরার উপাদান আমাদের দেহের ইমিউনিটি বাড়ায়। আমাদের ইমিউনিটি যদি বৃদ্ধি পায় তাহলে আমরা তেমন রোগাক্রান্ত হব না। ভাইয়া কালোজিরা কত কাজ করে দেখেছেন? সুতরাং, কার্যকারিতার আধিক্যের কারণে সাহিত্যের মতো করে একে ‘সকল রোগের ঔষধ মৃত্যু ব্যতীত’- বলাটা কি খুব অন্যায়?[২০]”

সানিন বলল, “কিন্তু একই ড্রাগের যদি বিপরীতধর্মী কাজ থাকে, তাহলে তো সেখান থেকে উপকার পাওয়া সম্ভব নয়। তাহলে কিভাবে কাজ করবে?”

ফাতিমা বলল, “একটি ড্রাগের বিপরীতধর্মী ইফেক্ট থাকলেই যে সেটা ক্ষতিকর-ব্যাপারটা এমন নয়। বিপরীতধর্মী ইফেক্ট উপকারী বা অপকারী দুই ধরণেরই হতে পারে।[২০.১] এছাড়া আমি তো বললামই রাসূলুল্লাহ এই হাদিসে সকল রোগের নিরাময়ের কথা বলেননি। যদি এটাই তিনি বোঝাতেন, তাহলে বিভিন্ন রোগে তিনি বিভিন্ন উপাদান দিয়ে চিকিৎসা করাতে বলতেন না। রাসূলে’র চিকিৎসা পদ্ধতি নিয়ে ইমাম ইবনে কায়্যিমিল জাওজিয়্যাহ (রহঃ) 'তিব্বে নববি' নামক একটি বই লিখেছেন। এর ইংরেজি অনুবাদও রয়েছে। আপনি চাইলে পড়ে দেখতে পারেন। রাসূলুল্লাহ'র বিভিন্ন প্রাকৃতিক জিনিস দিয়ে ট্রিটমেন্টের হাদিসগুলো বইটিতে বিস্তারিত রয়েছে। সুতরাং, বিভিন্ন রোগের ট্রিটমেন্ট বিভিন্ন জিনিস দিয়ে দেওয়ার কারণে এটা স্পষ্ট বোঝা যায় যে, হাদিসটিতে 'সকল রোগের ঔষধ' কথাটি ব্যাপক নয়। রাসূলুল্লাহ কালোজিরার কার্যক্ষমতার আধিক্যের কারণেই এর গুরুত্ব বোঝাতে কথাটি বলেছিলেন। আশাকরি বুঝেছেন। আর কোন প্রশ্ন?”

সানিন কিছুক্ষণ চুপ থেকে জিজ্ঞাসা করল, “তাহলে এটা দিয়ে ফার্মাসিউটিকাল কোম্পানিগুলো কেন ঔষধ তৈরি করে না?”

ফাতিমা উত্তর দিলো, “ভাইয়া, আপনার হয়ত জানা নেই একটি মেডিসিন কিভাবে বাজারে আসে। প্রথমে কোন ড্রাগ কম্পোনেন্ট আবিষ্কৃত হলে ড্রাগটি কিভাবে কাজ করে, কোথায় কি কাজ করে, কিভাবে কাজ করে তার তথ্য একত্র করা হয়। এরপরে এটা বিভিন্ন প্রাণিতে পরীক্ষা করা হয়। প্রাণিতে ব্যবহারে কোন পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া থাকলে সেটা নোট করা হয়। এঁকে বলা হয় প্রি-ক্লিনিক্যাল ডেভেলপমেন্ট। এরপরে ড্রাগটি ‘ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল’-এর জন্য প্রস্তুত হয়, যদি ড্রাগের প্রচুর ক্ষতিকর কোন সাইড ইফেক্ট না থাকে।[২১] ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল চারটি ধাপে সম্পন্ন হয়। প্রথম ধাপে, ড্রাগটি ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানিতে একজন ফার্মাসিস্টের তত্ত্বাবধায়নে কিছু মানুষের উপর টেস্ট করা হয়। দ্বিতীয় ধাপে, ডাক্তারের তত্ত্বাবধায়নে একটি প্রতিষ্ঠানে কিছু মানুষের উপর টেস্ট করা হয়। তৃতীয় ধাপে, কিছু ডাক্তারে তত্ত্বাবধায়নে কয়েকটি প্রতিষ্ঠানে আরও বেশি সংখ্যক মানুষের উপর টেস্ট করা হয়। ড্রাগটি এতগুলো ধাপ অতিক্রম করে যদি বাজারজাতকরণের উপযুক্ত হয় তখন ড্রাগটি মেডিসিন হিসেবে পরীক্ষামূলক ভাবে বাজারে ছাড়া হয়। দীর্ঘ সময় অবজার্ভেশনের পরে পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া বিবেচনা করে ড্রাগটি মেডিসিন হিসেবে স্বীকৃতি পায়।[২২] আর এই প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন হতে ৪-৬ বছর লেগে যায়।[২৩] কালোজিরা থেকে প্রাপ্ত ড্রাগ থাইমোকুইনোন বর্তমানে

ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালে আছে। আপনি চাইলে ‘PubMed Journal’ –এ থাইমোকুইনোনের কেমিক্যাল ডাটাবেস দেখতে পারেন।[২৪] ‘Journal Of Pharmacopuncture’-নামক একটি সাময়িকীতে প্রকাশিত একটি আর্টিকেল অনুযায়ী, এখন পর্যন্ত ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালের ফলাফল সন্তোষজনক। কিছু কিছু ক্ষেত্রে আরও বড় পরিসরে স্ট্যাডি করা দরকার।[২৫] সুতরাং, স্ট্যাডি সম্পূর্ণ শেষ হলেই আপনি মেডিসিনটি বাজারে পাবেন, আলহামদুলিল্লাহ্। আশাকরি আজকের আলোচনার সবটুকুই আপনি বুঝেছেন। আর এটাও আশা করব যে, আজকের পর থেকে এরকম খোটা দেওয়াটা বন্ধ করবেন। আরেকটা ব্যাপার মনে রাখবেন যে, আজ থেকে কয়েক বছর আগেও কালোজিরার এই গুণাগুণগুলো সাইন্টিফিক্যালি প্রমাণিত ছিল না। তখন আমাকে আপনি জিজ্ঞাসা করলেও আমি প্রমান সহকারে উত্তর দিতে পারতাম না। কিন্তু এখন সেটা আমি পেরেছি। কারণ আমার কাছে উপযুক্ত তথ্য ছিল। সুতরাং, বিজ্ঞান কিন্তু ধীরে ধীরে আগাচ্ছে। তাহলে বিজ্ঞানের আবিষ্কৃত তথ্য-যা প্রতিনিয়ত চেইঞ্জ হয় বা নতুন তথ্য যোগ করে, সেটা দিয়ে যদি একটি কন্সট্যান্ট ধর্মকে যাচাই করে ভুল বের করার চেষ্টা করেন, তাহলে সেটা বাতুলতা ছাড়া আর কিছু নয়। তাই, যদি সত্যিই জানার ইচ্ছা থাকে তাহলে যারা জানে তাদের কাছে জিজ্ঞাসা করবেন। তাহলে অন্তত এভাবে কলা বিজ্ঞানী হতে হবে না! হা হা”

ফাতিমার বুদ্ধিদীপ্ত উত্তরগুলো শুনে আমি মনে মনে বললাম, “যা বেটা! এবার এখান থেকে উঠে যায়গায় যা!”

এরই মধ্যে একটি ছেলে এসে সানিনকে ডাক দিয়ে বলল, “ভাই যাবেন না? কেক কাটার সময় হয়ে গিয়েছে তো!”

সানিন ছেলেটিকে জিজ্ঞাসা করলো, “আচ্ছা ছুরি কি পেয়েছিলি?”

“না, পাইনি। অন্য দোকান থেকে এনেছি”-ছেলেটি উত্তর দিলো।

সানিন আমাদের দিকে বাঁকা চোখে তাকিয়ে আস্তে চেয়ার থেকে উঠে চলে গেল। আমি সানিনের দিকে তাকিয়ে হাঁসতে থাকলাম। হাঁসি থামিয়ে ডানে তাকিয়ে দেখি অর্ডারগুলো একটি ট্রেতে দিয়ে গিয়েছে। আমাদের কথা বলায় ব্যস্ত দেখে হয়ত ডিস্টার্ব করেনি। খাবারগুলো মজা করে খেলাম। বিশেষ করে ফালুদা! আহ! আমার ফেভারিট ফুড।

সামনে সুস্বাদু খাবার পেয়ে এমন খাওয়া দিয়েছি যে ‘তিন ভাগের এক ভাগ’ সুন্নাহ আদায় হলো না। বাড়ি যেতেও মনে চাচ্ছিল না। কিন্তু কি করার? যেতে তো হবেই। ‘স্যার বিল’- বলে একজন ওয়েটার একটি কাগজ ধরিয়ে দিলো। বিল পে করে বাইরে আসল। গাড়িতে সবাইকে নিয়ে বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম। গাড়িতে ফাতিমা বই পড়ছিল। মাঝপথে ফাতিমার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, “আচ্ছা এজন্যই কি তুমি প্রতিদিন কালো জিরা খাও?”

ফাতিমা উত্তর দিলো, “যে ব্যক্তি একটি ভুলে যাওয়া সুন্নাহকে পুনরুজ্জীবিত করবে, সে ওই ব্যক্তির কৃতকর্মের প্রতিদান পাবে, যেটা উক্ত ব্যক্তি তাকে দেখে করেছে। এবং এতে শেষের ব্যক্তিটির প্রতিদান বিন্দুমাত্র কমে যাবে না।[২৫]”

ফাতিমার প্রতিটি কথাই আমার জন্য পাথেয় হয়ে থাকে। যোগ্যতা দিয়ে ও অনেক দূর যেতে পারত। কিন্তু না! পরক্ষণেই কবিগুরুর কথা মনে পড়ল যে, পৃথিবীতে হয়ত দেখার জন্য যোগ্য লোক পাওয়া যায় কিন্তু যোগ্য লোকের জন্য যোগ্য যায়গাটি পাওয়া যায় না।

[লেখাটিকে যতদূর সম্ভব সহজ করার চেষ্টা করেছি। তবুও একটু সাইন্সের ব্যাকগ্রাউন্ড হলে বুঝতে সুবিধা হবে। সব তথ্যগুলো মেডিকেল জার্নাল অথবা মেডিকেল টেক্সটবুক থেকে দেওয়ার চেষ্টা করেছি। আশাকরি, এক্ষেত্রে লেখাটির গ্রহণযোগ্যতা বাড়বে।]

তথ্যসূত্র ও গ্রন্থাবলিঃ

[১] https://islamqa.info/en/2438

[২] The Pharmacological Basis Of Therapeutics(Goodman and Gilman); 12th edition; Page: 1005-1027

[৩] সহিহ বুখারী; অধ্যায়ঃ চিকিৎসা; হাদিস নং- ৫৬৮৮/ আধুনিক প্রকাশনী- ৫২৭৭/ ইসলামিক ফাউন্ডেশন- ৫১৭৩

[৪] লিসান আল আরব; খন্ডঃ ০৭; পৃষ্ঠাঃ ৭১৮

[৫] সহিহ বুখারী(মূল আরবি ছাপা); খন্ডঃ ০২; পৃষ্ঠাঃ ৮৪৯; টীকাঃ ০২

[৫.১] https://islamqa.info/en/154257

[৬] লিসান আল আরব; খন্ডঃ ০৫; পৃষ্ঠাঃ ১৫১

[৭] http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0006295211003637

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378427413012903

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3642442/

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4387232/

[৮] http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0027510714000888

[৯] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4387232/

[১০] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4387232/

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3642442/

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1756464615003266

[১১] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4387232/

[১২] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3642442/

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0944501316304475

[১৩] http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1110093114000192

[১৪] http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1567576915300011

[১৫] http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1743919114009807

[১৬] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20149611

[১৭] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19711253

[১৮] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3642442/

[১৯] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15850137?dopt=Abstract

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16734144?dopt=Abstract

[২০] http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378874116304214

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S104366181500050X

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3642442/

https://imed.pub/ojs/index.php/iam/article/view/1863/1320

[২০.১] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22272687

[২১] Basic and Clinical Pharmacology by Bertram G. Katzung; Page: 70(12th ed)

[২২] Rang and Dale's Pharmacology; Page: 781-784(6th ed.)

[২৩] Basic and Clinical Pharmacology by Bertram G. Katzung; Page: 74(12th ed)

[২৪] https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Thymoquinone#section=Top

[২৫] http://www.journal.ac/sub/view/223

[২৬] সুনান আত-তিরমিজি; হাদিসটি হাসান।